কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 15 JAN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১৬ কলাম ... ৩ ...

শিক্ষার মর্যাদা, শিক্ষকের মর্যাদা

মুফতি মুহাম্মদ মর্তুজা

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। আর এই মেরুদণ্ড দণ্ডায়মান রাখার কাজটি শিক্ষকরাই করে থাকেন। মহান আল্লাহই তাঁদের মর্যাদার মুকুট পরিয়েছেন। আমাদের প্রিয়নবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) ইরশাদ করেন, 'তোমরা জ্ঞান অর্জন করো এবং জ্ঞান অর্জনের জন্য আদব-শিষ্টাচার শেখো। এবং তাঁকে সম্মান করো, যার থেকে তোমরা জ্ঞান অর্জন করো।' (আল-মু'জামুল আউসাত : ৬১৮৪) প্রিয় নবী (সা.) ছিলেন সর্বোৎকৃষ্ট শিক্ষক, যার ঘোষণা তিনি নিজেই দিয়েছেন : 'নিশ্চয়ই আমাকে শিক্ষক হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে।' (ইবনে মাজাহ : হা. ২২৯)

হজরত শাবি (রহ.) থেকে বর্ণিত, একবার হজরত জায়েদ ইবনে সাবেত (রা.) তাঁর সওয়ারিতে (বাহন) ওঠার জন্য রেকাবে (সিঁড়িতে) পা রাখলেন। তখন ইবনে আব্বাস (রা.) রেকাবটি শক্ত করে ধরেন। এ সময় জায়েদ ইবনে সাবেত (রা.) বললেন, হে রাসুল (সা.)-এর চাচাতো ভাই, আপনি হাত সরান। উত্তরে ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, না, আলেম ও বড়দের সঙ্গে এমন সম্মানসূচক আচরণই করতে হয়। (আল ফকিহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ, ২/১৯৭)

সেই খেলাফতের যুগেই ইসলাম প্রত্যেকের জন্য শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেছে। এ জন্য তাঁরা শিক্ষাকে সহজলভ্য করতে এ খাতে সম্মানজনক পারিশ্রমিকও নির্ধারণ করেছিলেন। যদিও দ্বীনি শিক্ষার শিক্ষকরা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জ্ঞান বিতরণ করে থাকেন। তবুও তাঁরা যেহেতু নিজেদের জীবিকার পেছনে জীবনের ঘোড়া না লেলিয়ে জ্ঞান বিতরণের পবিত্র কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন, তবে তাঁদের এ কাজকে সম্মান জানিয়ে তাঁদের ও তাঁদের পরিবার-পরিজনের দায়িত্বভার নেওয়া নিজেদের ওপর ফরজ করে নিয়েছিল তৎকালীন খেলাফত (সরকার), যাতে শিক্ষকদের জীবনের তাকিদে কোনো ভিন্ন পথে পা বাড়াতে না হয়।

হজরত ওমর (রা.) ও হজরত ওসমান বিন আফ্ফান (রা.) তাঁদের শাসনামলে এ খাতকে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। তাঁরা শিক্ষক ও ধর্মপ্রচারকদের জন্য বিশেষ ভাতার ব্যবস্থা করেছিলেন। যেমন—হজরত ইবনুল জাউজি (রহ.) তাঁর গ্রন্থ 'সিরাতুল উমরাইনে'র মধ্যে উল্লেখ করেন, হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.), হজরত ওসমান ইবনে আফ্ফান (রা.)-এর যুগে মুয়াজ্জিন, ইমাম ও শিক্ষকদের সরকারি ভাতা দেওয়া হতো। (সূত্র : কিতাবুল আমওয়াল, পৃ. ১৬৫)

হজরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ (রহ.)-ও তাঁর যুগে ইয়াজিদ ইবনে আবি মালেক ও হারেছ ইবনে ইউমজিদ আশআরি (রহ.)-কে ওই অঞ্চলে দ্বীন শেখানোর কাজে নিযুক্ত করেন। যার বিনিময়ে তাদের জন্য সম্মানজনক পারিশ্রমিকও নির্ধারণ করা হয়। তাঁদের মধ্যে ইয়াজিদ (রহ.) তা গ্রহণ করলেও হারেছ (রহ.) তা গ্রহণ করেননি। (সূত্র : কিতাবুল আমওয়াল, পৃ. ২৬২)

এভাবেই যুগ যুগ ধরে ইসলাম ও ইসলামী মনীষীরা শিক্ষক ও গুরুজনদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের শিক্ষা দিয়ে আসছেন। শিক্ষা দিয়ে আসছেন কিভাবে নিঃস্বার্থভাবে জ্ঞান বিতরণ করতে হয়। ছোটবেলায় মাদ্রাসায় তা'লীমুল মুতাআল্লিম নামক গ্রন্থে একটি ঘটনা পড়েছিলাম। সেটি হলো, খলিফা হারুনুর রশিদ একবার তাঁর সন্তানের শিক্ষার খোঁজখবর নিতে শিক্ষকের বাড়িতে হাজির হন। সেখানে গিয়ে তিনি দেখতে পান, তাঁর সন্তান ওই শিক্ষকের পায়ে পানি ঢেলে দিচ্ছে। শিক্ষক তখন নামাজের জন্য অজু করছিলেন। তাঁর সন্তান এবং শিক্ষকের এ অবস্থা দেখে খলিফা পরদিন শিক্ষককে ডেকে পাঠালেন। শিক্ষক তো ভয়ে অস্থির। তাঁর ধারণা ছিল, রাজপুত্রের হাতে চরণে পানি ঢালানোর অপরাধে নিশ্চয়ই তাঁর কঠিন সাজা হতে পারে। যা-ই হোক, পরদিন ভয়ে ভয়ে তিনি রাজদরবারে উপস্থিত হন। খলিফা শিক্ষককে ভর্ৎসনা করে বলেন, তাঁর সন্তানকে শিক্ষকের কাছে পাঠানো হয়েছে সঠিক আদব-শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়ার জন্য। কেন তাঁর সন্তানকে এক হাতে পানি ঢেলে অন্য হাতে পা ধুয়ে দেওয়ার জন্য আদেশ করা হলো না। ঘটনাটি বাদশাহ আলমগীরের ব্যাপারে প্রসিদ্ধ হলেও মূল ঘটনাটি বাদশাহ হারুনুর রশিদের। (সূত্র : তালিমুল মুতাআল্লিম, পৃ. ২২)

লেখক : প্রাবন্ধিক ও গবেষক